بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৫শে মে, ২০২০ইং

শূন্য মসজিদ থেকে বিশ্বব্যপী লক্ষ লক্ষ দর্শক-শ্রোতার উদ্দেশ্যে ঈদের খুতবা প্রদান করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্বপ্রধান

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বললেন, আহমদী মুসলমানদের উচিত ঈদ উপলক্ষ্যে কেবল রীতি-রেওয়াজের অনুসরণের বদলে প্রকৃত আধ্যাত্মিক ঈদের সন্ধান করা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্বপ্রধান ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ২৪শে মে, ২০২০ইং টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে অবস্থিত মুবারক মসজিদে ঈদুল ফিতরের খুতবা প্রদান করেন।

কোভিড-১৯ লকডাউনের কারণে বিশ্বব্যপী লক্ষ-লক্ষ আহমদী মুসলমানরা যখন নিজ নিজ গৃহে ঈদ উদযাপন করছেন, তারা বিশ্বজনীন টেলিভিশন চ্যানেল এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল-এর মাধ্যমে তাদের প্রাণপ্রিয় খলীফার ঈদের খুতবা সরাসরি শোনার এবং দোয়াতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন।

এই খুতবায়, হুযূর আকদাস ক্রমাগত আধ্যাত্মিক উন্নতি, এবং রমযানে যা কিছু আধ্যাত্মিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা ধরে রাখা, এবং আরো অগ্রসর করার আবশ্যকতার বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও তিনি বিশ্বের শান্তি ও কল্যাণের জন্য দোয়া করেন এবং বিশ্বব্যপী আহমদী মুসলমানদের 'ঈদ মুবারক' শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

হুযূর আকদাস বলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে প্রায়শই এই ত্রুটি পাওয়া যায় যে, তারা ঈদের প্রকৃত দর্শন বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করেই এর রীতি-রেওয়াজ পালন করে থাকেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মানুষ তার সামাজিক আচার-আচরণের অনেকগুলোই আবেগ বা অভ্যাসবশত করে থাকে। ঈদের ক্ষেত্রে, অনেক মানুষ প্রকৃতপক্ষে এর মূল উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি না করেই কেবল রীতি-রেওয়াজ হিসেবে ঈদ উদযাপন করে থাকে। তারা ছোটবেলা থেকে তাদের বাবা-মা এবং সমাজকে ঈদ উদযাপন করতে দেখে এসেছে, আর তাই তারা এই রীতিকে চালু রাখে। কেউ কেউ ঈদ উদযাপন এজন্য করে থাকে যে তারা জানে, মুসলমান হিসেবে, এটি আল্লাহ্ তা'লার একটি নির্দেশ এবং তাঁর রসূল (সা.) ঈদ উদযাপন করতেন কিন্তু তারা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে না যে

ঈদের উদ্দেশ্য কী এবং এর প্রকৃত অর্থ কী। তারা এর কল্যাণসমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না এবং এ বিষয়ে মূল্যায়ন করে না যে তাদের ঈদ উদযাপন যথার্থ হচ্ছে কিনা।"

এর আলোকে, হুযূর আকদাস বলেন যে, মুসলমানদের একটি দায়িত্ব রয়েছে ঈদের প্রকৃত উদ্দেশ্য চিহ্নিত করার এবং অনুধাবন করার।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ঈদতো সেটি যা আমাদেরকে কিছু দিয়ে যায়। আর সেই ঈদ দৃষ্টির আড়ালের ঈদ, অভ্যন্তরীণ ঈদ, অন্তরের ঈদ। এটি সেই ঈদ যা আমাদের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে, আমাদেরকে সমৃদ্ধ করে। একজন মুসলমানের জন্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই হল সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, আর সবসময়ই এমনটি হওয়া উচিত; আর এর মধ্যেই প্রকৃত ঈদের উদযাপন নিহিত কেননা এতে সফলতার বিষয়টি দৃশ্যমান।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লা এক মাস রোযা রাখার পর এ ঈদের দিন নির্ধারিত করেছেন রোযাসমূহ কবুল হয়েছে এ শুভ সংবাদ দেয়ার জন্য। সুতরাং ঈদ উপলক্ষ্যে আমাদের বিশ্লেষণ করা উচিত আমাদের রোযাসমূহ প্রকৃতপক্ষেই কবুল হয়েছে কিনা।"

হুযূর আকদাস বলেন যে, ঈদ উদযাপনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যার মধ্যে প্রথম হলো এমন ব্যক্তির ঈদ যিনি তার সাধ্য অনুসারে আল্লাহ তাআলার ইবাদত এবং আল্লাহর সৃষ্টির অধিকার আদায়ের মাধ্যমে রমযান মাসের হক প্রকৃতপক্ষেই পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

এমন ব্যক্তির ঈদের বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এমন ব্যক্তিগণ খোদাকে লাভ করেন এবং খোদা তাঁর হারানো বান্দাকে লাভ করেন এবং বিরহের সময় সমাপ্ত হয় এবং এমন মনে হয় যেন দীর্ঘকাল ধরে হারিয়ে যাওয়া দুই বন্ধুর পরিণামে আবারো সাক্ষাৎ হয়েছে। এ প্রেমিক তার প্রাণপ্রিয় খোদার সান্নিধ্যে অবস্থান করেন। এমন ব্যক্তি আজও ঈদ উদযাপন করে এবং আগামী কালও করে। বস্তুত তিনি চিরন্তন এক ঈদের অবস্থার মধ্যেই বিরাজ করেন।"

হুযূর আকদাস বলেন যে, এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে এমন মানুষও রয়েছেন যারা বাহ্যত দরিদ্র এবং অসহায় আর তাই নিত্য নতুন পোশাকে সজ্জিত ধনী লোকেরা এমনকি তাদের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হতে পারেন যে তারা কি আদৌ ঈদ উদযাপন করছেন। অথচ ঐ সকল লোকেরা যাদেরকে হয়তোবা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে, তারাই প্রকৃত ঈদ উদযাপন করছেন, কেননা তারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে তৃপ্ত হয়েছেন।

হুযূর আকদাস বলেন যে, এর অর্থ এই নয় যে ঐ সকল ব্যক্তি যারা সম্পদশালী তাদের পক্ষে প্রকৃত ঈদ উদযাপন সম্ভব নয়, বরং এমনও মানুষ রয়েছেন যাদেরকে পার্থিব সম্পদে সমৃদ্ধ করা হয়েছে আর তারাও আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে কুরবানীসমূহ সম্পন্ন করে তাঁর নৈকট্য অর্জন করেছেন।

আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে একটি প্রচলিত ভুল ধারণার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এ পৃথিবীর মানুষ ধরে নেয় যে, ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা খোদা তা'লাকে লাভ করেছেন তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্ন এই যে তারা বস্তুজগত থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। বাস্তবতা এই যে তাদের আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হওয়া আবশ্যক। যদি আল্লাহ্ তাদেরকে ভালো খাওয়ান এবং ভালো পরান, তবে তাদের ভালো খাওয়া এবং পরা উচিত; কিন্তু যদি তাদেরকে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তাঁর নৈকট্য দান

করতে চান, তবে এ পরীক্ষাতেও তাদের ধৈর্যের সাথে উত্তীর্ণ হওয়া উচিত। সুতরাং, না ভালো-মন্দ খাওয়া কারো খোদা তা'লার সান্নিধ্য লাভের চিহ্ন, আর না ক্ষুধায় দিনাতিপাত করা তাঁর নৈকট্যের প্রমাণ।"

হুযূর আকদাস দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষের বর্ণনা করেন, যারা ঈদের দিন পেয়ে যান এবং এর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন না করেই একে বাহ্যিকভাবে উদযাপন করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এরপর রয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষের ঈদ, যারা তাদের নিজ সাধ্য অনুসারে ভালো খাবার খান এবং ভালো কাপড় পরেন, সুগন্ধি লাগান, উপহার আদান-প্রদান করেন। তারা আনন্দিত থাকেন যে, আপাত দৃষ্টিতে, তারা ঈদ লাভ করেছেন, কিন্তু প্রাচ্য পাশ্চাত্য থেকে যতটা দূরে, ঠিক এ ঈদ তাদের নিকট হতেও এতটাই দূরে। তদুপরি, তারা তাদের বাহ্যিক উদযাপনেই সন্তুষ্ট থাকেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এমন লোকেরা আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে থাকে আর হয়তোবা তাদের চেতনার অভাবের কারণে, ঐ সকল লোক যারা খোদা এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করেছেন তাদের চেয়ে বেশি উদযাপন করে থাকে। অথচ বাস্তবতা এই যে, তাদের অন্তঃসারশূন্য উদযাপন মূলত এক মাতমের অবস্থার আগমনবার্তা ঘোষণা করে, এবং এক অত্যন্ত গহীন পরিণতির বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে। যে কেউ খোদাকে ভুলে যায় এবং খোদা তা'লা এবং তার সৃষ্টির অধিকারকে উপেক্ষা করে এবং কেবল নিজের নিকটজনদের নিয়ে বাহ্যিক আনন্দ উদযাপনে কালাতিপাত করে, সে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ডেকে আনে, এবং এভাবে নিজেকে ইহকাল এবং পরকাল উভয়টিতেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। তারা কোন কিছুতেই লাভবান হয় না, বরং তারা কেবল ক্ষতির মধ্যেই থাকে। এমন লোকদের ঈদকে প্রকৃত ঈদ বলে গণ্য করা যায় না।"

হুযূর আকদাস এরপর তৃতীয় তথা শেষ শ্রেণীর মানুষের বর্ণনা করেন, যারা ঈদের কল্যাণময় দিন পেয়ে থাকেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এরা ঐ সকল লোক যারা জানেন এবং অনুধাবন করেন যে তারা পাপী। তাদের অন্তর সাক্ষ্য দেয় যে যদিও তারা রোযা রেখেছেন, তারা এই রোযার হক পরিপূর্ণ করেন নি। তাদের হৃদয়ে এক লজ্জার অনুভূতি বিরাজমান থাকে। তারা তাদের নামাযও পড়েন, কিন্তু হৃদয়ে এক লজ্জা নিয়ে যে আল্লাহ্ তা'লার প্রদত্ত শর্ত অনুসারে তারা নামায আদায় করতে সক্ষম হন নি। তাদের প্রত্যেকে মনে করেন যে যদিও আজকে আমি এই ঈদের জামা'তে এসেছি সুন্দর কাপড় পরে এবং ভালো খাবার খেয়ে, আমি এমন করছি কেবল রীতি অনুসারে এবং অন্যদের নিকট প্রকাশ এর জন্য, অথচ ভিতরে ভিতরে এমন ব্যক্তির হৃদয় ক্রন্দনরত থাকে এবং তার মন দুশ্চিন্তায় পরিপূর্ণ থাকে।"

হুযূর আকদাস বুঝিয়ে বলেন যে, এই তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ, যারা নিজেদের দুর্বলতাসমূহের জন্য অনুতপ্ত এবং লজ্জিত, এবং আল্লাহ্‌র দরবারে অনুশোচনা করেন এবং তাঁর সুরক্ষা ও সাহায্যের জন্য মিনতি করেন, তাদের এ ডাকে আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা সাড়া দিয়ে থাকেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ যিনি মানুষের প্রতি পরম দয়াময় এবং সদা ক্ষমাশীল, কখনো তার বান্দাকে আশাহত অবস্থায় পরিত্যাগ করেন না। যখন কেউ মনে করেন যে তার প্রকৃত ঈদ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের মধ্যে, যা তার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়, আর যখন তার আত্মা তার কৃতকর্মের জন্য তাকে বারবার তিরস্কার করে, তখন সে অনুতপ্ত হয় এবং লজ্জিত অবস্থায় খোদা তা'লার দিকে ঝুঁকে, এবং যখন এসব কিছু তার জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে, খোদা স্বয়ং তার

দিকে ছুটে আসেন ... আল্লাহ্ বলেন যে, 'আমি তার কাছে যাব কেননা সে গভীর আক্ষেপ ও অনুশোচনা প্রকাশ করছে এবং অনুতাপ ক্ষমা ভিক্ষায় রত আছে। সে ভূলুণ্ঠিত, সুতরাং আমি তাকে উঠাবো এবং আমার কাছে নিয়ে আসবো।' "

খুতবার শেষাংশে হুযূর আকদাস বলেন যে, আহমদী মুসলমানদের উচিত কমপক্ষে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে শামিল হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমাদের প্রয়াসী হওয়া উচিত, যদি আমরা প্রথম শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত না হই, তাহলে অন্তত যেন আমরা এই তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। কেননা এটিও কোন নিম্ন স্তর নয় আর না কোন লজ্জাস্কর বিষয়, বা না এটি এমন কিছু যার কারণে কারো পদমর্যাদা অবনমিত হয় ... আমাদের ঈদ উদযাপনকারী দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয়, যাদের একমাত্র কাজ হল খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে ব্যস্ত থাকা এবং যারা কেবলমাত্র পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে মত্ত, বরং আমাদের তাদের মধ্যে শামিল হওয়া উচিত যারা আল্লাহ্ তা'লাকে লাভ করেছেন। অথবা কমপক্ষে তাদের মধ্যে, যারা এখনও তাঁর নিকট পৌঁছান নি, কিন্তু তাঁর দ্বারেই বসে আছেন, আর যাদের হৃদয়সমূহ লজ্জায় ও চিন্তায় বিদীর্ণ, আর যারা শোকে ও মর্ম যাতনায় নিজেদেরকে এমনভাবে কাতর করে ফেলেছেন যে আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত আলোড়িত হয় এবং যার কাছে আরশের অধিপতি স্বয়ং এসে যান এবং তাদেরকে নিজ ভালোবাসা ও স্নেহের ক্রোড়ে ঠাঁই দেন।"

ঈদের খুতবার শেষ করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আহমদী মুসলমানদের স্মরণ করান তারা যেন যারা দুর্দশায় পতিত তাদের এবং বিশ্বের শান্তির জন্য দোয়া করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ঐ সকল আহমদী মুসলমানদের জন্য দোয়া করুন যারা তাদের ধর্ম বিশ্বাসের জন্য নিপীড়িত এবং যাদেরকে অন্যায় ভাবে কারাগারে বন্দী করা হচ্ছে। তাদের আশু মুক্তির জন্য দোয়া করুন যেন তারাও স্বাধীনভাবে ঈদ উদযাপন করতে পারেন। সকল মুসলমানদের জন্য দোয়া করুন আর বিশ্বের শান্তির জন্য আন্তরিক ভাবে দোয়া করুন। বিশ্বের নেতৃবৃন্দ, যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, নিজেদের সাময়িক স্বার্থের জন্য বিশ্বকে ধ্বংসের এক অতল গহ্বরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিশ্বজনীন মহামারীর সময়ে আল্লাহ্ তা'লার দিকে ঝুঁকার পরিবর্তে এমন নেতৃস্থানীয় এবং সাধারণ মানুষ তাদের কর্মের দ্বারা খোদার ক্রোধ কে আরো উস্কে দিচ্ছে।"